MUGBERIA GANGADHAR MAHAVIDYALAYA

DEPT OF BENGALI (UG)

ASSIGNMENT

TOPICS: 1: বাংলা কাব্য সাহিত্যে ঈশ্বরগুপ্তের অবদান আলোচনা করো।

২. বাংলা কাব্য কবিতার জগতে মাইকেল মধুসূদন দত্তের অবদান আলোচনা করো।

৩. ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা কাব্য সাহিত্যে রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের অবদান লেখো।

Full Name : SIMA DAS

Roll NO : 100

Class: B.A (Hons)

Sem: III

~~Admi~~ Academic Year: 2023-2024

Date of Submission: 30.11.2023

Sima Das
Student Signature

[illegible] 14/12/23
Professor Signature

বাংলা কাব্য জগতে মাইকেল মধুসূদন দত্তের অবদান লেখো।

উনবিংশ শতাব্দীতে নবজাগরণের বিপুল আলোড়ন ও তরঙ্গ বিক্ষোভের গর্ভ থেকে কাব্য চেতনার নতুন আদর্শ ও জাতীর আত্মসম্মান প্রত্যয় নিয়ে মাইকেল মধুসূদন দত্তের (১৮২৪ - ৭৩) বাংলা কাব্য ক্ষেত্রে আবির্ভাব। বাংলা কাব্যে আধুনিকতার প্রবর্তক তিনি, পাশ্চাত্য আদর্শে মহাকাব্য, পত্রকাব্য, গীতিকাব্য প্রভৃতি রচনা করে বঙ্গভাষার ভান্ডারকে ভরিয়ে তুলেছেন। সমালোচক ড. অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাই তাঁর সম্পর্কে বলেছেন,—

"মধুসূদন ৭ বছরের মধ্যে ৭০ বছরের ইতিহাস এগিয়ে দিয়ে গেলেন।"

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ তাঁর সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন—

"আধুনিক বাংলা কাব্য শুরু হয়েছে মধুসূদন দত্ত থেকে। তিনি প্রথম ভাঙনের এবং সেই ভাঙনের ভূমিকায় ~~অপরে~~ ওপারে গড়নের কাজে লেগেছিলেন খুব সাহসের সঙ্গে।"

বাংলা সাহিত্যের এক বিস্ময়কর প্রতিভা মাইকে মধুসূদন দত্ত। তিনি আধুনিক যুগের প্রথম মহাকবি, প্রথম নাট্যকার, রচয়িতা, প্রথম অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তক, প্রথম সনেটকার এবং প্রথম নীতি কবি ও বটে। বায়রণের মতো কবি খ্যাতি লাভ করবার আশায় প্রথমে ইংরেজিতে সাহিত্য রচনা করেন এবং লেখেন — "The Captive Ladie" এবং 'Visions of the Past' নামক কাব্য (১৮৪৮—'৪৯), কিন্তু ঈপ্সিত যশ না পেয়ে বেথুন সাহেবের পরামর্শে এবং বন্ধু গৌরদাস বসাকের অনুরোধে বাংলা ভাষায় কাব্য রচনায় প্রবৃত্ত হন। রচনা করেন — i) তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য (১৮৬০)

ii) মেঘনাদবধ কাব্য (১৮৬১)

iii) ব্রজাঙ্গনা কাব্য (১৮৬১)

iv) বীরাঙ্গনা কাব্য (১৮৬২)

v) চতুর্দশপদী কবিতাবলী (১৮৬৬)

মাইকেল মধুসূদন দত্তের প্রথম কাব্য ৪ সর্গে রচিত 'তিলোত্তমা সম্ভব' কাব্য (১৮৬০)। মহাভারতের আদি পর্বের উপাখ্যান অবলম্বনে কাব্যটি রচিত। কাব্যটির মূল বিষয়— দুই দৈত্য ভ্রাতা সুন্দ ও উপসুন্দের পরাক্রমে দেবতারা স্বর্গচ্যুত হয়ে ব্রহ্মার শরণাপন্ন হলে দৈববাণী অনুযায়ী বিশ্বের সমস্ত বস্তু থেকে তিল তিল করে সৌন্দর্য আহরণ করে তিলোত্তমা সুন্দরী সৃষ্টি হয় এবং দুই দৈত্য ভ্রাতা তার অধিকার নিয়ে পরস্পর বিবাদে লিপ্ত হয়ে নিহত হয়। এই কাব্যের বিশেষত্ব হল—

i) এতে বাংলা কাব্যের প্রথম অমিত্রাক্ষর ছন্দ ও শব্দ ব্যবহারের পারিপাট্য লক্ষিত হয়।

ii) এই কাব্যের মধ্য দিয়ে বাংলা আখ্যান কাব্যের সূচনা ঘটে।

iii) অসুর চরিত্রকে হৃদয়ের যে সহানুভূতি দিয়ে অঙ্কন করেছেন কবি তা বাংলা কাব্যে এর পূর্বে দেখা যায় নি।

iv) পাশ্চাত্য রোমান্টিক কাব্য রচনায় প্রবণতার অনেক সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয় আলোচ্য কাব্যের মধ্যে।

মধুসূদন দত্তের দ্বিতীয় কাব্য 'মেঘনাদবধ কাব্য' সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা। রামায়ণের লঙ্কাকাণ্ডে বর্ণিত লক্ষ্মণের হাতে রাবণ পুত্র ইন্দ্রজিৎ তথা মেঘনাদের মৃত্যুর কাহিনীকে অবলম্বন করে ৯টি সর্গে কাব্যটি রচিত। কাব্যটির মধ্যে সমগ্র রামায়ণের মোট ৩ দিন ও ২ রাত্রির বর্ণনা রচিত হয়েছে। কাব্যটির বিশেষত্ব হলো—

i) গ্রীক মহাকাব্যের আদর্শে এই কাব্য পরিকল্পিত হলেও খাঁটি মহাকাব্য না হয়ে আলংকারিক বা সাহিত্যিক মহাকাব্য রচিত হয়েছে।

ii) কাব্যটির কাহিনীবিন্যাস ও চরিত্র পরিকল্পনায় কবি পাশ্চাত্য হোমার, ভার্জিল, দান্তে, মিলটন প্রমুখকে অনুসরণ করলেও কাব্যালংকার এবং ভাবাভিজ্ঞতায় তিনি ব্যাস - বাল্মীকিকে গ্রহণ করেছেন।

iii) এই কাব্যে কবি রাম-লক্ষ্মণের তুলনায় রাবণ-ইন্দ্রজিৎকে নব মূল্যে দৃষ্টিতে মহিমান্বিত করেছেন। সেই সঙ্গে Grand fellow রাবণের দুঃখ-নৈরাশ্য এবং Favourite Indrajit-এর শোচনীয় পতনকে সহানুভূতির সঙ্গে চিত্রিত করেছেন।

iv> বীররসে কাব্য রচনায় প্রতিশ্রুতি দিয়েও কবি করুণরসকে প্রাধান্য করেতুলেছেন কাব্যে। কাব্য ভাষা, অমিত্রাক্ষর ছন্দের ধ্বনি মাধুর্য, বিষয় গৌরব, অসাধারণ মহাকাব্যের উদার্যতা ও বিশালতাকে বাড়িয়ে তুলেছেন।

মধুসূদন দত্তের 'ব্রজাঙ্গনা' Ode জাতীয় গীতিকাব্যধর্মী রচনা। এই কাব্য 'মেঘনাদবধ' কাব্যের রচনাপূর্বেই আছে যশোদা নন্দনের সুমধুর বংশীধ্বনি। কৃষ্ণবিরহে উন্মত্তা রাধার বিলাপোক্তি এই কাব্যের মূল বিষয়। কাব্যটির বিশেষত্ব হলো—

i> বাংলা সাহিত্যে প্রথম Ode জাতীয় রচনা হিসেবে কাব্যটির ঐতিহাসিক মূল্য আছে।

ii> তিনি ব্রজের রাধাকে একান্ত মানবীরূপে উপস্থাপিত করেছে এই কাব্যের মধ্যে।

iii> কাব্যটি পয়ার ত্রিপদী ছন্দের বৈচিত্র্যময় বিন্যাস অন্ত্যমিল প্রবণতা অভিনবত্ব লাভ করেছে, পরম আস্বাদনীয় হয়ে উঠেছে।

প্রসিদ্ধ রোমক কবি ওভিদের Heroides বা Epistle of Heroins পত্রকাব্যের আদর্শে মধুসূদন দত্তের ভারতীয় পুরাণের অঙ্গনাদের নিয়ে পত্ররীতিতে রচনা করেছেন 'বীরাঙ্গনা' কাব্যখানি। কবির ২১ টি পত্ররচনার পরিকল্পনা থাকলেও ১১টি সম্পূর্ণ পত্র এবং ৫ টি অসম্পূর্ণ পত্রে কাব্যটি শেষ করেন। কাব্যের নায়িকারা উনিশ শতকীয় নবজাগরণ প্রসূত দৃঢ়তা নিয়ে বিরুদ্ধ শক্তির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ঘোষনা করেছেন, তাই কবি তাদের 'বীরাঙ্গনা' কাব্যের অভিহিত করতে চেয়েছেন। এই কাব্যের বিশেষত্বের দিকগুলো হলো—

i> এর উৎস থেকে পৌরানিক সাহিত্য, কিন্তু মূল আদর্শ পাশ্চাত্যের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য এবং উনবিংশ শতাব্দীর নারীজাগরণ।

ii> এই কাব্যে অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রয়োগে নাটকীয় ধর্ম ফুটে উঠেছে। তাই অনেকে এরে নাটকীয় একোক্তি বলেছেন।

iii> তিলোত্তমায় যে অমিত্রাক্ষরের যে সূচনা, মেঘনাদবধে পূর্নবিকাশ এবং বীরাঙ্গনায় তার চরম পরিণতি দেখা যায়।

iv> কাব্যটির বিষয়বস্তুর উপস্থাপনা, সমকালীন জীবনসৃষ্টির আলোকে চরিত্রচিত্রন, ভাষা-ছন্দ-অলংকারের কারুকার্য প্রশংসনীয়।

প্রবাসের ভার্সাই নগরে অবস্থানকালে কবি পেত্রার্ক, মিলটন এবং শেক্সপিয়রের আদর্শে বাংলা সনেট রচনা করেন এবং চতুর্দশপদী কবিতাবলী নাম দিয়ে প্রকাশ করেন। মোট ১০৩ টি সনেটের মধ্যে স্বদেশকথা, বাল্যস্মৃতি, নদ নদী, দেবদেউল, কাব্য-কাহিনীর স্মৃতি প্রাধান্য পেয়েছে। কবি মধুসূদনের নিভৃত অন্তরাত্মা মর্মাখ্যই উন্মোচিত হয়েছে, এই সনেট সংকলনে।

বাংলা কাব্য সাহিত্যে কবি মধুসূদন দত্তের অবদান-গুলি হলো—

i) মধুসূদনের কাব্য আধুনিক যুগের বার্তাবহ। বাংলা কাব্যে নবজাগরণ প্রসূত যুগচেতনা এবং জীবনবোধ সঞ্চারিত করেছেন তিনি।

ii) মধুসূদন পাশ্চাত্য কবিদের আদর্শে কাব্যের বিভিন্ন রূপ ও রীতির সূচনা ঘটিয়েছেন। তিনি বাংলায় মহাকাব্য, গীতিকাব্য, পত্রকাব্য এবং সনেটের প্রথম উদ্ভাবক।

iii) মধুসূদন বাংলাকাব্যকে পয়ারের বন্ধন থেকে মুক্তি দিয়েছেন এবং অমিত্রাক্ষর ছন্দের সার্থক প্রয়োগে বাংলা ভাষাকে আধুনিক যুগোচিত বাণী বহনে ক্ষমতা দান করেছেন।

iv) মানবতাবাদ আধুনিকতার বড়ো লক্ষণ। মধুসূদনের কাব্যের নায়ক-নায়িকারা পৌরাণিক চরিত্র হলেও আধুনিক যুগের ভাবনায় ও জীবনবোধের আলোকে চিত্রিত। এককথায় মধুসূদনই প্রথম মানব-মহিমার মহামন্ত্রে উজ্জীবিত করেছেন।

v) ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, স্বাধীনচিত্ততা, নারীপ্রগতি প্রভৃতি চিন্তাভাবনা তাঁর কাব্যকে আধুনিকতার আলোকে উজ্জ্বল করে তুলেছে।

সর্বোপরি বলা যায়, মধুসূদন বাংলা কাব্যে পুরাণকাহিনী ও চরিত্রকে নবযুগের নতুন জীবনবোধের আলোকে, অঙ্কন নৈপুণ্য, ছন্দের মুক্তি সাধনে, উপযুক্ত শব্দচয়নে, শিল্পবোধ, বলিষ্ঠ কাব্য-রূপ সৃষ্টির মধ্য দিয়ে পুরাতন কাব্যযুগের অবসান ঘটিয়ে নতুন যুগের সূচনা করেছেন। এই নবসৃষ্টির কৃতিত্বটি কে ড. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মূল্যায়িত করেছেন এভাবে—

" তিনি কলম্বাসের ন্যায় দুস্তর সমুদ্র পথ অতিক্রম করিয়া নতুন মহাদেশের আবিষ্কার না করিলে সেই নবাবিষ্কৃত ভূমি খণ্ডে নানা বিচিত্র উঁহাদের উপনিবেশ পরম্পরা এত দ্রুত গতিতে গড়িয়া উঠিত না।"
(বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা)